পাক্ষিক

আহমদী

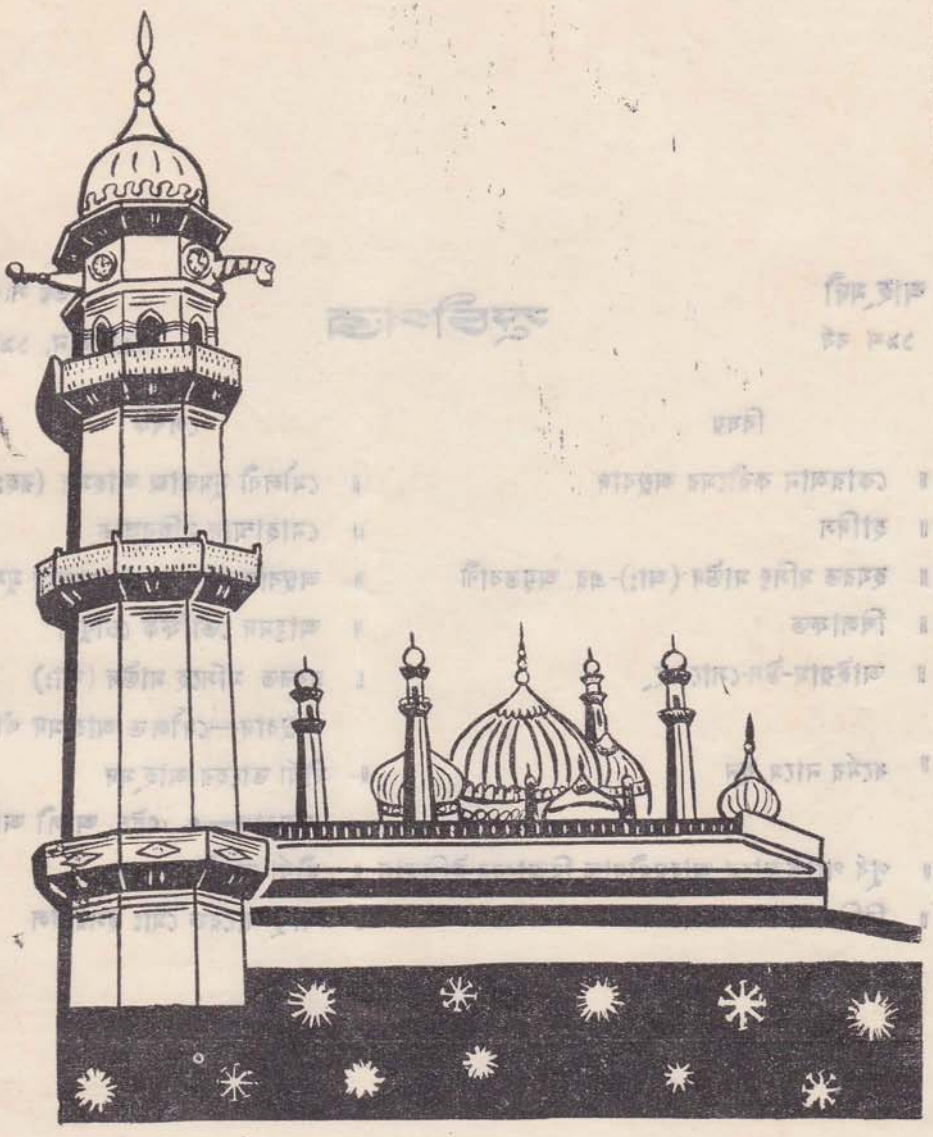

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৩য় সংখ্যা
১৫ই জুন, ১৯৬৫

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

৩য় সংখ্যা
১৫ই জুন, ১৯৬৫ ইসাব্দ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ)	॥ ৩৬১
॥ হাদিস	॥ মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্‌	॥ ৩৬২
॥ হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা	॥ ৩৬৪
॥ খিলাফত	॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	॥ ৩৬৫
॥ আইয়াম-উস-সোলেহ্‌	॥ হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) অনুবাদ—দৌলত আহ্‌মদ খাঁ খাদিম	॥ ৩৭০
॥ ধর্মের নামে খুন	॥ মীর্যা তাহের আহ্‌মদ অনুবাদ—এ. এইচ. আলী আনওয়ার	॥ ৩৭৬
॥ পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস	॥ মীর্যা আলী আখন্দ	॥ ৩৭৮
॥ বিবিধ প্রসঙ্গ	॥ আবু আরেফ মোঃ ইসরাইল	॥ ৩৮১

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৮শ বর্ষ : ১৫ই জুন : ১৯৬৫ সন : ৩য় সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

২য় রুকু

২১। অতঃপর শয়তান, তাহাদের যে সমস্ত ত্রুটি তাহাদের নিকট আবৃত রাখা হইয়াছিল সেগুলি তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে প্ররোচনা দান করিল এবং বলিল, তোমাদের প্রভু এই বৃক্ষ হইতে তোমাদিগকে শুধু এই জন্য বারণ করিয়াছেন যে, (যদি তোমরা উহার নিকট যাও তবে) তোমরা ফেরেস্তা হইয়া যাইবে অথবা চিরস্থায়ীদের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে।

২২। এবং সে শপথ করিয়া তাহাদিগকে বলিল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের শুভাকাঙ্খী।

২৩। ফলে সে তাহাদিগকে প্রতারণা বাক্য দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া লইল—অতএব যখন তাহারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের (ফল) আস্বাদন করিল, তাহাদের গোপনীয় ত্রুটিগুলি তাহাদের সামনে প্রকাশ হইয়া পড়িল। এবং উভয়ে নিজেদের উপর উদ্যানপত্র দ্বারা আবরণ করিতে লাগিল। এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন: আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষ সম্বন্ধে নিষেধ করি নাই? এবং বলি নাই যে নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২৪। তাহারা বলিল: হে আমাদের প্রভু! আমরা (এই কার্যের দ্বারা) নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছি এবং যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।

২৫। তিনি বলিলেন: তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমরা একদল অপর দলের শত্রু এবং তোমাদের জন্য এই পৃথিবীতেই থাকিবার স্থান এবং এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ভোগ বিলাস।

২৬। তিনি বলিলেন: এই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন করিবে এবং এই পৃথিবীতেই তোমরা মৃত্যু বরণ করিবে এবং এই পৃথিবী হইতেই তোমাদিগকে বহির্গত করা হইবে।

(ক্রমশঃ)

—হাদিস—

॥ মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্‌ ॥

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

باب نزول عيسى عليه السلام ০

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى يكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة فاقرءوا ان شئتم وان من اهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداً ০ (البخاري مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত; রাসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন:—যাঁহার আয়ত্তাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, অচিরে নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ইব্‌নে-মরিয়ম নাযেল হইবেন—ন্যায়-বিচারক ও মিমাংসাকারী-রূপে, অতঃপর তিনি শূকর হত্যা করিবেন, যুদ্ধ উঠাইয়া দিবেন এবং বহুল পরিমাণে মাল দান করিবেন; এমন কি, উহার সম্যক কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না, এমন কি, একটি সেজদা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সকল বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট হইবে।

তৎপর হযরত আবু হুরায়রা বলিলেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে কোরআনের এই আয়েতটি পাঠ করিতে পার :—"প্রত্যেক আহ্‌লে কেতাব তাহাদের মৃত্যুর পূর্বে নিশ্চয়ই ইহা বিশ্বাস করিবে এবং কেয়ামতের দিবস তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন। —বোখারী, মুসলিম।

আমরা উল্লেখিত হাদিসের প্রত্যেকটি কথার প্রতি চিন্তাশীল পাঠক পাঠিকাগণের গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আপনারা ইতিপূর্বে দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদিস সমূহের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আসিয়াছেন, এখন আমরা হাদিসে বর্ণিত 'নযুলে ইসা' সম্পর্কে হাদিসের প্রত্যেকটি কথার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সুধি সমাজে পেশ করিতে যত্নবান থাকিব।

'নযুল'

এই হাদিসের একটি কথা ان ينزل فيكم অর্থাৎ—"তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম নাযেল হইবেন"। এই কথাটি দেখিয়া আমাদের যুগের একদল আলেম আকাশ হইতে ঈসা (আ:)-কে স্বশরীরে নামিয়া আসিবেন বুঝিয়াছেন। শাব্দিক অর্থের দ্বারা তাহারা ইহাই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা যে নবী করীম (সাঃ)-এর স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছেন এবং ইহা যে তাবিলযুক্ত বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ তাহা তাহারা চিন্তাই করিতে পারেন নাই। এই হাদিসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক শব্দ তাবিলযুক্ত কেননা প্রত্যেকটি শব্দ استعارة বা রূপকে পরিপূর্ণ। কারণ নবী করীম (সাঃ) সর্বপ্রথম যাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া এই কথাটি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম নাযেল হইবেন," তাঁহারা ছিলেন নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবাবৃন্দ (রাজিঃ)। যদি এই কথাটি শাব্দিক ভাবে পূর্ণ হইত তাহা হইলে হযরত ঈসা (আঃ)-কে সাহাবাদের যুগেই অবতীর্ণ হইতে দেখা যাইত, কিন্তু সাহাবাদের (রাজিঃ) যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে আজ হইতে ১৩০০ বৎসর পূর্বে, কিন্তু কেহই হযরত ইসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমান হইতে নামিয়া আসিতে দেখেন নাই। কাজেই এই হাদিসের অধিকাংশই রূপক। অর্থাৎ শাব্দিক অর্থ দ্বারা যাহা বুঝা যায় তাহা কখনও পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নহে। কাজেই ইহা যে, তাবিলযুক্ত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই হাদিসে 'নযুল' শব্দ দেখিয়া আমাদের বিরুদ্ধবাদি আলেম সমাজ দুই হাজার বৎসর পূর্বেকার মৃত্যুপ্রাপ্ত ইসা (আঃ)-কে আসমান হইতে স্বশরীরে নীচে নামিয়া আসা বুঝিয়াছেন। অথচ কোরআন করীমে রসুল করীম (সাঃ) সম্পর্কেও نزول শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা :

قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلوا عليكم ايات الله o (سورة طلاق)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের নিকট উপদেশ দাতা রসুল নাযেল করিয়াছেন, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াত সকল পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন।"

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা আঁ-হযরত (সা:)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে 'নাযেল' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আসমান হইতে নাযেল হইয়াছেন, এই কথা কেহই বলিবেন না। এতদ্ব্যতিরেকে আরও বহু বিষয় সম্পর্কে কোরআনে 'নযুল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

و انزلنا الحديد فيه باس شديد o

অর্থাৎ "আমরা লৌহ নাযেল করিয়াছি, ইহাতে ভয়ংকর ভীতি রহিয়াছে।"

و انزلنا عليكم لباسا يوارى سوأتكم ○

অর্থাৎ 'আমরা তোমাদের জন্ম পোষাক নাযেল করিয়াছি যদ্বারা তোমরা লজ্জাস্থান ঢাকিয়া রাখ।"

و انزلنا لكم من الانعام ○

অর্থাৎ 'আমরা তোমাদের জন্ম চতুষ্পদ জন্তু নাযেল করিয়াছি।'

নযুল শব্দ হইলেই আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে হইবে, এই চারিটি উদাহরণ দ্বারা উহার ব্যর্থতা যথাযথ রূপে প্রতিয়মান হয়। অতএব আঁ-হযরত (সাঃ) যে ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-ও সেই ভাবে অবতীর্ণ হইবেন বুঝা যায়। কখনও তিনি স্বশরীরে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন না, মসিহে মওউদ (আঃ) আকাশ হইতে হওয়া অর্থ করা নিতান্ত ভুল ও অজ্ঞতা। কোরআন হাদিস সম্পর্কে যাহাদের জ্ঞান অপরিপক্ক তাহারাই এক-মাত্র 'نزول' শব্দের অর্থ আকাশ হইতে স্বশরীরে নামিয়া আসা বুঝিয়া থাকেন।

হাদিস শরীফেও আঁ-হযরত (সাঃ) সম্পর্কে নযুল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা ঃ

قد خرج من مكة و نزل يثرب - (مسلم)

অর্থাৎ ঃ— "তিনি মক্কা হইতে বাহির হইয়াছেন এবং ইয়াছ্‌রেব বা মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।" (মুসলিম শরীফ)

এই হাদিসে মদিনায় নাযেল হইয়াছেন কথাটি দ্বারা কেহই বলিবেন না যে, আঁ-হযরত (সাঃ) মদিনায় স্বশরীরে আসমান হইতে নাযেল হইয়াছেন।

অতএব হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-ও স্বশরীরে আসমান হইতে অবতীর্ণ হইবেন না, বরং উম্মতে মোহাম্মাদীয়াতে জন্মগ্রহণ করিবেন। হাদিসেও এই কথার পৃষ্ঠপোষাকতায় রহিয়াছে ঃ

فيكون عيسى ابن مريم فى امتى -
(ابن ماجه)

"ইসা ইবনে মরিয়ম আমার উম্মতের মধ্যে হইবেন" (ইবনে মাজা)

এই কথা দ্বারা ইহা কিছুতেই বুঝা যায় না যে, মসিহে মওউদ (আঃ) স্বশরীরে আসমান হইতে নাযেল হইবেন।

(ক্রমশঃ)

হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী।

গুনাহ্‌ হইতে বাঁচিবার একটি সহজ পন্থা হইল গুনাহ্‌ হইতে নিজকে রক্ষা করিয়া নেক কাজ করা।

যখন মানুষ গুনাহ্‌ হইতে নিজকে রক্ষা করিয়া নেক কাজ করিতে থাকিবে তখন তাহার হৃদয় বরকতে ভরিয়া যাইবে।

গুনাহ্‌ হইতে বাঁচা একটি সাধারণ কথা। এইজন্য মানুষের উচিত গুনাহ্‌ হইতে নিজকে রক্ষা করিয়া নেক কাজ করা এবং আল্লাহ্‌তা'লার এবাদত এবং আনুগত্য করা। যখন সে গুনাহ হইতে নিজকে রক্ষা করিয়া খোদাতায়ালার এবাদত করিবে, তখন তাহার হৃদয় বরকতে ভরিয়া যাইবে এবং ইহাই মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য। চিন্তা কর, যখন কোন কাপড়ে ময়লা লাগে তখন উহাকে কেবলমাত্র ধুইলে হয় না বরং উহাকে প্রথমে সাবান দিয়া ময়লা সাফ করিয়া পরে উহাতে সুগন্ধি লাগাইয়া সৌগন্ধময় করা উচিৎ। ইহাতে যে কেহ উহা দেখিয়া খুসী হইবে। মানুষের হৃদয়ের

অবস্থাও এইরূপ। উহা গুনাহের আবিলতায় দূষিত হইতেছে, এবং সাংঘাতিক ক্ষতিকর অবস্থা ধারণ করিতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে প্রথম কর্তব্য হইবে গুনাহের আবিলতাকে তৌবা ও আস্তাগফের দ্বারা ধৌত করিয়া ফেলা এবং পরে গুনাহ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য খোদাতায়ালার নিকট তৌফিক চাওয়া। ইহা ছাড়াও অবিরত যিক্‌রে ইলাহি করিতে হইবে এবং উহার মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। এই প্রকারেই খোদাতায়ালার সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হয়। এতদ্ব্যতিত ইহার দৃষ্টান্ত কাপড় হইতে কেবলমাত্র ময়লা ধৌত করিয়া ফেলা। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ অবস্থা প্রাপ্ত না হয় এবং হৃদয় হইতে সকল প্রকার মন্দ ও কুৎসিৎ স্বভাব দূর করিয়া খোদাতায়ালার স্মরণের আতর না লাগায় এবং অভ্যন্তর হইতে তাহার সুরভি বাহির হইতে না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার খোদাতায়ালার উপর কোনরূপ দোষারূপ করা উচিত নহে। কিন্তু যতক্ষন পর্যন্ত না কেহ নিজ অবস্থাকে ঐ পর্যায়ে পরিণত করে ততক্ষণ আল্লাহতায়ালাকে দোষারোপ করার কোন অবকাশ নাই। ইহা ভাবা উচিত নহে যে, বয়েত করার পর আমল করার কোন প্রয়োজন নাই। বরং বয়েত শেষে যুক্তি প্রমাণ সহকারে সত্য উপলব্ধি হয় মাত্র। তারা যদি কেহ নিজের সংশোধন ও পরিবর্তন না করে তখন তাহাকে কঠিন জবাবদীহির মধ্যে পড়িতে হইবে। সুতরাং প্রয়োজন এই যে, তুমি যদি সত্যকার মুসলমান হও, তাহা হইলে খোদাতায়ালার নজরে তোমার কদর ও মূল্য হইবে। যে দ্রব্য বিক্রয়ের উপযোগী হয় তাহারই কদর হয়। দেখ, তোমার নিকট যদি কোন দুগ্ধবতী ছাগী থাকে, যাহার দ্বারা তোমার ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীর লালন পালন হয়, উহা তুমি কখনও জবেহ করিতে প্রস্তুত হইবে না। কিন্তু যদি উহা কিছুমাত্র দুধ না দেয়, অথচ তাহাকে নরম নরম ঘাস ও দানা খাওয়ানই সার হয়, তাহা হইলে তুমি উহাকে জবেহ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। তদনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার সত্য আজ্ঞাপালনকারী, কর্তব্য পরায়ন এবং অপরের জন্য হিতকর প্রমানিত না হয়, আল্লাহ্‌-তায়ালা তাহার জন্য কোন পরওয়া করেন না, বরং সে সেই ছাগীর মত জবেহের উপযোগী হয়, যে ছাগী দুধ দেয় না। সুতরাং ইহা একান্ত প্রয়োজন যে, তুমি নিজকে হিতকর প্রমাণ করো এবং আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত করো এবং তাঁহার বান্দাদের উপকার কর।

অনুবাদক—
ডাঃ মোহাম্মাদ মুসা

খিলাফত

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

খিলাফত ইছলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই পৃথিবীর বুকে প্রথম যেদিন ইছলামের বীজ বপন করা হইয়াছিল, সেই দিন হইতে খিলাফতেরও ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "ওয়াইজ কালা রাবুকালিল মালাইকাতি ইন্নি জায়েলুন ফিল আরজে খলিফা।" (বাকারা, ৪ রুকু)। কোরআনে আদমের (আঃ) যে জান্নাতের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে স্বর্গরাজ্য বা খিলাফতই ছিল।

খলিফা শব্দের আভিধানিক অর্থ, প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত। খলিফা প্রধানত দুই প্রকার। প্রত্যেক নবীই খলিফাতুল্লাহ্‌। তাঁহারা পৃথিবীতে জান্নাত, স্বর্গরাজ্য বা Kingdom of God স্থাপন করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রকার খলিফা হইলেন নবীর স্থলাভিষিক্তগণ। নবী যে মিশন নিয়া জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের সেই মিশনের হেফাজত ও সঠিক পরিচালনা নবীর খলিফাগণ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে খিলাফত হইল নবুওতের পরিশিষ্ট। নবীর প্রতিষ্ঠিত জান্নাতের বাগবানই হইলেন খলিফা।

খিলাফত সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "ওহাদাল্লা হুল্লাজিনা আমানু মিনকুম ওয়া আমিলুছ ছালেহাতি লাইয়াছ্‌তাখ্‌লিফান্না হুম ফিল আরজে কামাছ তাখ্‌লাফাল্লাজিনা মিন কাবলিহিম।" (নূর, ৭ রুকু) অর্থাৎ, আল্লাতা'লা মুমেন এবং স্থান, কাল, পাত্রভেদে সৎকর্মশীলদের সঙ্গে ওয়াদা করিতেছেন যে, তিনি এই পৃথিবীতে তাহাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করিবেন যদ্রূপ তিনি পূর্ববর্তীদের মধ্যে খিলাফত কায়েম করিয়াছিলেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তফছিরে কবীর জিল্‌দ ৬, পৃষ্ঠা ৪২৯ এতে ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাজী লিখিয়াছেন, 'যেভাবে আল্লাতা'লা হারুন, ইশুয়া দাউদ এবং সোলায়মানকে (আঃ) খলিফা করিয়াছিলেন তদ্রূপ এই উম্মতেও তিনি খলিফা করিবেন।' মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মৃত্যুর পূর্বে শিষ্যদিগকে নছিহত করিয়া বলিলেন, 'আল্লাকে ভয় কর এবং একজন কাফ্রী গোলাম খলিফা হইলেও তাহাকে মান্য কর, কেননা আমার পর যে জীবিত থাকিবে সে বহু মতভেদ দেখিতে পাইবে। সেই সময়, আলাইকুম বি ছুন্নাতি ওয়া ছুন্নাতিল খুলাফায়ীর রাশিদীনাল মাহ্‌দীনা' অর্থাৎ আমার ছুন্নত ও সৎপথ প্রাপ্ত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নতের উপর কায়েম থাকিবে। তাঁহাকে মজবুত ভাবে ধরিয়া থাকিবে এবং দন্তদ্বারা কামড়াইয়া রাখিবে। নব বিধান হইতে বাঁচিয়া থাকিবে কেননা প্রত্যেক বিদাতই পথভ্রষ্টকারী' (আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজা)। আঁ-হযরত (সাঃ) ইহাও বলিয়া গিয়াছিলেন যে, 'মাকানাত নাবুওয়াতুনকাতু ইল্লা তাবিয়াত হা খিলাফাতুন।' অর্থাৎ, 'প্রত্যেক নবুওতের পর খিলাফত হইয়া থাকে এবং আমার পরেও খিলাফত হইবে।' (জামেউছ ছগীর, ছাইউতী)। রছুল করীমের (সাঃ) ওফাতের পর আল্লাতা'লা তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খলিফা মনোনীত করেন্‌। হযরত আবু বকরের (রাঃ) পর হযরত ওমর, হযরত উছমান এবং হযরত আলী (রাঃ) যথাক্রমে খলিফা নির্বাচিত হন। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে ইছলাম ক্রমাগতভাবে তরক্কীর পর তরক্কী করিতে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানগণ নিজ হাতে শেষ তিন খলিফাকে কতল করিয়া মাত্র ৩৩ বৎসরকাল মধ্যে খিলাফতের আশীষ হইতে বঞ্চিত হইয়া গেল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 'মছলায়ে খিলাফত' নামক পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "হযরত আলীর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের সম্মিলীত সংগঠন নষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর নৈরাশ্যের জমানা আরম্ভ হইল এবং কেন্দ্রীয় শক্তি ও পরিকল্পনাগুলি সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল। প্রকৃত খিলাফতের পর একতার সমস্ত শক্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।" বাস্তবিক নেতাহারা মুসলমানগণ নানা দলে উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ছুন্নীরা উমাইয়া এবং আব্বাছিয়া বংশের রাজাদিগকে খলিফারূপে স্বীকার করিয়া নিল। অপরদিকে শিয়াগণ ইমামতকে একমাত্র হযরত আলীর (রাঃ) বংশে সীমাবদ্ধ রাখিল। তাহারা

হযরত হাছানকে (রাঃ) ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি দান করিল। হযরত হাসানের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা হোসেনকে (রাজিঃ) ইমাম নিযুক্ত করিল। ইমাম হোছেনের (রাঃ) মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জয়নাল আবেদীনকে (রহঃ), জয়নাল আবেদীনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইমাম বাকেরকে (রহঃ), ইমাম বাকেরের মৃত্যুর পর জাফর সাদেককে (রহঃ) শিয়াগণ ইমাম মনোনীত করিল। ইমাম জাফর ছাদেকের মৃত্যুর পর তাঁহার দুইপুত্র ইছমাইল এবং মূছা কাজমীর সময়ে শীয়াদের মধ্যে ইখতেলাফ সৃষ্টি হইল, ফলে ক্রমশঃ শিয়াগণ ইছমাইলীয়া, বোহরা, ইছনে আশারীয়া, দাউদী, সোলায়মানী, মেমন প্রভৃতি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। খোজা এবং বারইমামীয়া শিয়াগণ গায়েব ইমাম মাহ্দীর উপরও ইমাম রাখে। উমাইয়া এবং আব্বাছীয়া রাজত্বকালে ছুন্নীরাও হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, মালেকী প্রভৃতি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বিভিন্ন যুগে আগত মোজাদ্দিদদিগকে কেন্দ্র করিয়াও ছুন্নীগণ আরও কয়েকটি দল উপদলে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কাদেরীয়া, চিস্তীয়া, মোজাদ্দেদীয়া, আহ্লেহাদীছ বা মোহাম্মদীয়া প্রভৃতিই প্রধান। এই সকল তরীকার মধ্যে শত শত পীর এবং তাহাদের গদ্দিনশীন খলিফাগণ-উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে শত শত উপদলে খণ্ডিত করিয়া কুফরী ফতোয়ার তরবারীতে নিজেকে ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে কাটিয়া ছাটিয়া করিয়া দিল কাফির। সারা বিশ্বের মানব জাতিকে মুসলমান বানাইবার জন্য যে জাতির উদ্ভব হইয়াছিল খিলাফত হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাহারাই ক্রমশঃ ইছলাম হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। এই সম্বন্ধে রছুল করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন, "ওয়াউদতুম মিনহায়ছু বাঃদাতুম।" (মুসলীম)। অর্থাৎ—'তোমরা পূর্বের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।' তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছিলেন, "লাও কানাল ইমানুমুয়াল্লিকান ইন্দাছ ছুরাইয়া লানালাহু রিজালুন আও রাজুলুন মিন হাওলায়ী।" (বোখারী, কিতাবুত তফছীর, জিলদ-২)। অর্থাৎ 'একদা ইমান আকাশে উঠিয়া যাইবে, তখন পারস্য বংশভূত এক বা একাধিক ব্যক্তি তাহা পুনরায় পৃথিবীতে নামাইয়া আনিবেন। "খিলাফতের ওয়াদা আল্লাতা'লা প্রকৃত ইমানদার এবং স্থান, কাল, পাত্রভেদে সৎকর্মশীলদের জন্য করিয়াছিলেন। যখনই পৃথিবী হইতে ইমান উধাও হইয়া যায় তখন খিলাফতও আকাশে উঠিয়া যায়। এমনি এক সময়ে হযরত ইছা (আঃ) প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।" (মথি, ৬ঃ ১০)।

রছুল করীমের (সাঃ) ইহাও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, 'প্রথমে নবুওত, তারপর খিলাফত, তারপর রাজত্ব, তারপর বিচ্ছিন্ন শাসন, অতঃপর খিলাফত 'আলা মিন হাজিন নবুওত' বা নবুওতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে।' (মেশকাত)। নবুওতের মাধ্যমে পরবর্তী জমানায় খিলাফত প্রতিষ্ঠাকারীকে আঁ-হযরত (সাঃ) আহ্মদ, বয়হকী ও ইবনে মাজার হাদিস গ্রন্থে 'খলিফা তাল্লাহিল মাহ্দীয়া' নামে অবিহিত করিয়াছেন।

রছুল করীমের (সাঃ) এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। খিলাফতে রাশেদার পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উমাইয়া, আব্বাছীয়া এবং স্পেনের মূর শাসনের পর মুসলীম শক্তি আরও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়ে। বিশাল মুসলীম সাম্রাজ্য মিশর, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, এমন, লেবানন, কুয়েত, ওমান, হেজাজ, নেজদ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদা যে মুসলীম শক্তির ভয়ে কিছরা ও কয়ছরের রাজপ্রাসাদ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' ক্ষুদ্র ইছরাইল রাষ্ট্রের ভয়ে সদা সংকিত।

ইসলামের এ হেন দুর্দিনে আল্লা ও রছুলের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পারস্য বংশভূত 'খলিফাতুল্লাহ্' ইমাম মাহ্‌দী ও মছিহে মওউদের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি ইমানকে পুনরায় সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে নামাইয়া আনিয়া নবুওতের পদ্ধতিতে এই পৃথিবীতে 'স্বর্গরাজ্য' বা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আজ হইতে পৌনে এক শতাব্দী পূর্বে আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "আরাদতু আন আছ-তাখ্‌লিফা ফাখ্‌লাকতু আদামা" (বরাহিনে আহ্‌-মদীয়া, ৪৯৬ পৃঃ)। অর্থাৎ—আল্লা ইচ্ছা করিলেন পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করিবার ফলে এই আদমকে সৃষ্টি করিলেন। খলিফাতুল্লাহ্ হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, "আমার নাম আদম রাখা হইয়াছে কেননা মানব বংশ দূষিত হওয়ার যুগে আমাকে পয়দা করা হইয়াছে।" (বরাহিনে আহ্‌মদীয়া, ৫ম খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠা)। তিনি ঘোষণা করিলেন, "খোদা চাহেন যে, ইউরোপ বা এশিয়া তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পবিত্র-চেতা ব্যক্তিদিগকে তৌহিদের দিকে আকর্ষণ করেন এবং আপন ভক্তদিগকে একধর্মে একত্রিত করেন। ইহাই আমার উদ্দেশ্য যে জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।" (আল-ওছিয়ত)। উক্ত পুস্তকে তিনি ইহাও লিখিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর 'কুদরতে ছানিয়া' প্রকাশিত হইবে এবং তখন ইছলাম তরক্কী লাভ করিবে।

১৯০৮ সালে হযরত মছিহে মওউদের (আঃ) ওফাত হইলে পর 'কুদরতে ছানিয়ার' ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত নূরুদ্দীন (রাঃ) খলিফা মনোনীত হইলেন। রছুল করীম (সাঃ) বলিয়া গিয়াছিলেন, "ওয়া ইয়াখরুজু নাছুন মিনাল মাশ্‌রিকী ইউ আত্তি-উনালিল মাহ্‌দীয়া খিলাফাতাহু।"—(ইবনে মাজা)। অর্থাৎ—'পূর্ব দেশে একদল লোক মাহ্‌দীর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করিবেন। খলিফা আওয়াল (রাঃ) ঘোষণা করিলেন, "যে ভাবে আদম, দাউদ এবং আবু-বকর ও ওমরকে আল্লাতা'লা খলিফা করিয়াছিলেন সেই ভাবে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকেও খলিফা করিয়াছেন" (বদর, ৪—১১ জুলাই ১৯১২ ইং)।

খলিফাতুল মছিহ্ আওয়ালের ওফাতের পর ১৯১৪ সালে হযরত মছিহে মওউদের (আঃ) প্রতিশ্রুত পুত্র, মোছলেহ মওউদ হযরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (আইঃ) দ্বিতীয় খলিফার পদ অলংকৃত করেন। খলিফাতুল মছিহ্ ছানি (আইঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে 'ইন্নি জায়েলুন ফিল আরজে খলিফা' মোতাবেক খিলাফতের মকামে দাড় করাইয়াছেন।" (আল-ফজল, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ ইং) তিনি একদা জনৈক মোবাল্লেগকে নছিহত করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রবৃত্তিকে নিজের উপর প্রাধান্য দিও না, যদি কোন বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহা হইলে খলিফায়ে ওয়াক্তকে সংবাদ দিও। নিজে ইহার মীমাংসা করিতে যাইও না। কেননা মত-বিরোধ শক্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং ইহাই সেই পথ যে পথে আদমের শত্রু তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং তাহাকে সমস্ত পরিজন সহ জান্নাত হইতে বাহির করিয়া দেয়।" (৩০শে জানুয়ারী ১৯২২ ইং আল-ফজল দ্রষ্টব্য)।

দুঃখের বিষয় খিলাফতের চিরশত্রু পাপাত্মা শয়তান খিলাফতে ছানিয়ার সময় একদল লোককে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া নিজের দলভুক্ত করিয়া নিল। ইহারা এতেরাজ করিয়া বলিল যে, মছিহে মওউদ (আঃ) নাকি তাঁহার পর খলিফা হইবেন এমন কথা বলিয়া যান নাই। অথচ তিনি স্পষ্টভাবে তাঁহার পর খলিফা হইবেন বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ছুম্মা ইয়াছাফারুল মাছিহিল মওউদ আও খালিফা তুম মিন খুলাফায়ী ইলা আরজে দামেস্ক।" (হামা-মাতুল বুশ্‌রা)। অর্থাৎ মছিহে মওউদের (আঃ)

খলিফাদের মধ্যে কোন খলিফা দামেস্ক ছফর করিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীও হযরত মাহ্‌মুদ খলিফাতুল মছিহ্‌ ছানির (আইঃ) দামেস্ক ছফর দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

অনেকের ধারণা খিলাফতের সঙ্গে বাদশাহাত হওয়া জরুরী। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কেননা খিলাফতের সম্পর্ক মুমেনের সঙ্গে তাই খলিফাকে 'আমিরুল মুমিনীন' বলা হয়। মুমেন ইউরোপেই হউক আর এশিয়ায় হউক, আমেরিকায় হউক অথবা আফ্রিকায় হউক একই খলিফার অধীনে থাকিবে। আল্লার রাজত্ব যেহেতু কোন ভৌগোলিক সীমা-রেখায় আবদ্ধ নহে তদ্রূপ খিলাফতও কোন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। জাতিসঙ্ঘ (U N O) যেভাবে সদস্য দেশগুলির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির চেষ্টা করে খিলাফতের কাজও প্রায় তদ্রূপ। বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলির উপর নিগরাণী করা এবং তাহাদের পরস্পরের ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করা হইল খিলাফতের অন্যতম কাজ। ইনশাল্লাহ্‌, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন আহ্‌মদী রাষ্ট্র কায়েম হইবে তখন খিলাফত কোরআনের নির্দেশিত পথে সার্থক *U.N.O*-এর কাজ করিয়া যাইবে। অনেকে হয়ত ইহাকে আকাশ কুসুম কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন কিন্তু তাহাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, আকাশের সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাদের ইহা কল্পনা নহে বরং ঈমানের দৃঢ় প্রত্যয়।

খোদার ফজলে সারা বিশ্বে আহ্‌মদীয়াতের বীজ বপন করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফলফুলে সুশোভিত হইতে চলিয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় চল্লিশটি দেশে আমাদের জমাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ আহ্‌মদীগণ বলিতে পারে যে, সূর্য কখনও তাহাদের উপর হইতে অস্ত যায় না।

পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্য মিয়া সুলতান আহ্‌মদ অজুদী বলেন, 'যদিও মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ২৯৪৪২৬ বর্গমাইল এলাকা এবং এক কোটি ৫২ লক্ষ লোকের উপর কর্তৃত্ব করিতেন, যদিও যোসেফ ষ্টালীন ১৮২ জাতি এবং ১৪৯ ভাষা-ভাষী ১৭ কোটি ১০ লক্ষ অধিবাসীর একক অধিকারী, যদিও মুসুলিণী ৪ কোটি ২০ লক্ষ ইটালীয় এবং ইথোপিয়ার ৮৬ লক্ষ লোকের প্রতাপশালী নিয়ন্তা; যদিও এডলফ হিটলার সাড়ে ছয় কোটি জার্মান বাসীর অধিনায়ক, তাহা হইলে মির্জা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদও সমগ্র বিশ্বে বসবাসকারী, সারা দুনিয়ার ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়া থাকেন। ঐ সকল লোক তাঁহার আদেশ পালন করাকে জীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করে।" (আল-হাকাম, জুবিলী নম্বর, সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ইং)।

বিগত তেরশত বৎসরে শত শত মুসলমান রাজা বাদশা যে কাজ করিতে পারেন নাই, মিশর, লিবিয়া, সুদান, মরক্কো, আলজিরিয়া, তিউনিসীয়া, নাইজেরীয়া, সৌদি আরব, ইরাক, জর্দান, সিরিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, মালয়েশীয়া, ইন্দোনেশীয়া, তুরস্ক প্রভৃতি মুস্‌লীম রাষ্ট্র যাহা করিতে পারে নাই মাত্র অর্দ্ধশত বৎসরের মধ্যে খিলাফতের বরকতে সেই অসম্ভব কার্য সম্ভবে পরিণত হইয়া গেল। ইনশাল্লাহ্‌, সেই দিন দূরে নয় যখন সারা বিশ্বে খাতামান নবীইন হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফার (সাঃ) আধ্যাত্মিক বাদশাহাত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। সেই শুভদিনের আগমনবার্তা যেন আজ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে। বিগত ১লা মার্চ ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মাদ আইয়ুব খান তাঁহার মাস পয়লা বেতার

ভাষণে বলিয়াছেন, "১৪ শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর মানব গোষ্ঠী সমূহ যখন অনতিক্রম্য মরুভূমি, দুরধিগম্য পর্বতশ্রেণী এবং অনাবিষ্কৃত বিশাল জলভাগ দ্বারা পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, তখন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয় যে, এই বিচ্ছিন্ন জনমণ্ডলী একই আল্লার অধীনে একই জাতিতে পরিণত হইবে। সেই অবস্থা আসার পূর্বে হয়ত আরও বহু শতাব্দী গত হইয়া যাইবে; (বহু শতাব্দী নয়, ইনশাআল্লাহ্‌, তিন শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে ইহা পূর্ণ হইবে—তৌফিক।) কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা ক্রমবর্ধমান মানবিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান শুনিতেছি। আমরা দেখিতেছি, মানবগোষ্ঠী সমূহের ভৌগোলিক দূরত্ব নিশ্চিহ্ন হইতেছে এবং তাহারা পরস্পরের নিকটস্থ হইয়া দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে।" (ইত্তেফাক, ২রা মার্চ)।

সকল শেষে খলিফাতুল মছিহ্‌ ছানির (আঃ) একটি উপদেশ শুনাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। হুজুর বলেন, "হে বন্ধুগণ! আমার শেষ উপদেশ ইহাই যে, সমস্ত বরকত খিলাফতের মধ্যে রহিয়াছে। নবুওত একটি বীজের ন্যায় হইয়া থাকে, যাহার পরে খিলাফত ইহার প্রভাবকে জগতে প্রতিফলিত করিয়া থাকে। তোমরা খিলাফতকে শক্তভাবে ধারণ কর এবং ইহার আশীষদ্বারা দুনিয়াকে পরিপূর্ণ করিতে থাক, যাহাতে খোদাতা'লা তোমাদের উপর রহম করেন এবং তোমাদিগকে ইহকালেও উচ্চ করেন এবং পরকালেও উচ্চ করেন।" (আল-ফজল, ২০শে মে, ১৯৫৯ ইং)।

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٥

(৭ই মার্চ ঢাকার সালানা জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

আইয়াম-উস্‌-সোলেহ্‌

মূল—হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)

অনুবাদ—দৌলত আহ্‌মদ খাঁ খাদিম (এড্‌ভোকেট)

তারপর কোরআনের একস্থানে হযরত ইসাকে বেহেশ্‌তে প্রবিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা :—

ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها و هم فى ما اشتهت انفسهم خالدون ٥

অর্থাৎ—যে সমস্ত লোক আমার ওয়াদা অনুসারে বেহেশ্‌তের অধিকারী সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহারা দোজখ হইতে দূরে অপসৃত হইয়াছে এবং তাহারা বেহেশ্‌তের চিরস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করিতেছে। মোফাসসেরগণ সকলেই বলেন যে, এই আয়াত হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে এবং ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, তিনি বেহেশতে আছেন। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, তিনি মৃত্যু লাভ করিয়াছেন নতুবা তিনি মৃত্যুর পূর্বে কি করিয়া বেহেশ্‌তে পৌঁছিলেন? এতদ্ব্যতীত তিবরাণী এবং মা'সাবাত বিল লিসানা নামক পুস্তকের ১১৮ পৃষ্ঠায় যে হাদিস লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা দ্বারাও হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুই প্রমাণিত হয়। কেননা ইহাতে

লিখিত হইয়াছে যে, হযরত ইসা (আঃ)-এর বয়স একশত কুড়ি বৎসর হইয়াছিল। মোহাদ্দেশ (হাদিস সংকলকগণ) ইহাকে প্রথম শ্রেণীর সহী হাদিস বলিয়া মানিয়া গিয়াছেন এবং ইহার উপর কোন প্রকার জেরা করেন নাই।

এখন বল, এখনও কি হযরত ইসার মৃত্যু সাব্যস্ত হয় নাই? আবার বোখারীতে মেরাজ সংক্রান্ত হাদিসগুলিতে বর্ণিত আছে যে, মেরাজের রাত্রিতে হযরত (সাঃ) হযরত ইসা (আঃ)-কে মৃত লোকদের মধ্যে দেখিয়াছিলেন এবং পরলোকে পাইয়াছিলেন। যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে মৃত লোকদের সঙ্গে তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল? এবং মৃত ইয়াহ্য়ীয়া নবীর পার্শ্বে তিনি কি করিয়া থাকিতে পারিতেন? মৃতদের নিকটে সেই ব্যক্তিই থাকে, যে নিজে মরিয়া যায়।

যে কেহ মৃত লোকদের জগতে যাইবে, সে নিজে মৃত হইলেই সেই রাস্তা পাইবে। বল, জীবিত লোকদের সঙ্গে মৃতের কি সম্বন্ধ? ইহা কিরূপে হয় তাহা আমাকে বল।

আর যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসা (আঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বলিয়াছিলেন, 'আমি আবার পৃথিবীতে আসিব, তাহা হইলে সেই আগমণ রূপক ভাবে হইবে, এবং তাহাতে তো, এই কথা প্রমাণিত হইবে যে, তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন এবং মৃত্যুপ্রাপ্ত, যেহেতু পৃথিবী হইতে গতায়ু লোকগুলির স্বশরীরে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন আল্লাহ্‌র নিয়মে প্রমাণিত হয় না। তাহা হইলে কারণ কি যদি এই কথা ঠিক হয় তবে আল্লাহ্‌র নিয়মের বিপরীত অর্থ না করা যায়? এবং এই আগমনকে রূপক না মানিবার কারণ কি? যেমন ছিল হযরত ইউহান্না নবীর পৃথিবীতে দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে; যাহার নমুনা খোদাতা'লার নিয়মের মধ্যে পাওয়া যায় না এবং পূর্ববর্তী জাতিনিচয়ের মধ্যেও কোন দৃষ্টান্ত নাই। এরূপ সমর্থনের অযোগ্য মানে করিবার প্রয়োজন কি? আল্লাহ্‌ত'লা কোরাণ শরীফে আমাদিগকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ঘটনা এবং প্রত্যেক বিষয়ক যাহা তোমাদিগকে বলা হইয়াছে, সেইগুলির দৃষ্টান্ত তোমরা পূর্ববর্ত্তী জাতিগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিবে। এক্ষণে, মানুষ এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইয়া যাইবার পর আবার আকাশ হইতে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসিতে পারে, এই বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত আমরা কোথায় অনুসন্ধান করিব এবং আল্লাহ্-তা'লার অশুভ নিয়মের মধ্যে ইহার কোন দৃষ্টান্ত বলিয়া দিতে আমরা কাহার কাছে গিয়া রোদন করিব? আমার বিরুদ্ধবাদীরা দয়া করিয়া নিজেরাই বলিয়া দিন এইরূপ কোন ঘটনা অতীতেও হইয়াছে কিনা এবং পূর্বে কখনও কোন ব্যক্তি হাজার দুই হাজার বৎসর আকাশে রহিয়াছে কিনা এবং তারপর ফেরেশতাদের কাঁধে হাত রাখিয়া নামিয়া আসিয়াছে কিনা। যদি ইহা আল্লাহ্‌র নিয়ম হইত, তবে পূর্ববর্ত্তী জাতিদের মধ্যে অবশ্যই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইত। কেননা পৃথিবীর অল্প কাল আছে এবং বেশিরভাগ কাল অতীত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে দুনিয়ায় এমন কোন ঘটনা ঘটিতে পারে না যাহার দৃষ্টান্ত অতীতে নাই। অথচ আল্লাহ্‌র নিয়মাধীন ব্যাপারে কোন দৃষ্টান্ত থাকা চাই। আল্লাহ্‌ত'লা আমাদিগকে পরিষ্কার বলিতেছেন।

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ○

প্রত্যেক নূতন কথা যাহা তোমাদিগকে বলা হয়, তোমরা আহ্‌লে কিতাবদের জিজ্ঞাসা কর। তাহারা তোমাদিগকে উহার দৃষ্টান্ত বলিয়া দিবে। ইহুদী এবং খৃষ্টানদের হাতে ইলিয়াস নবীর কিসসা ছাড়া আর কোন দৃষ্টান্ত নাই, অথচ ইলিয়াসের কিস্‌সা এই ঘটনার বিপরীত সাক্ষ্যই বহন করে এবং দ্বিতীয় আগমনকে রূপক ধরণের বলিয়া বর্ণনা করে এবং আকিদার দোষ এই যে, ইহাতে হযরত ইসার (আঃ)

ব্যক্তিগত অস্বাভাবিকতার এক বৈশিষ্ট সৃষ্ট হয় এবং ইহা দ্বারা খৃষ্টানদের মিথ্যা আকিদার বড় সাহায্য হয়। অথচ কোরান বারবার বলিতেছে যে, অন্যান্য মানুষের তুলনায় ইসার মধ্যে কোন অধিক বৈশিষ্ট নাই। এখন বল যদি একজন খৃষ্টান তোমার উপর এই আপত্তি করে যে, অন্যান্য মানুষের তুলনায় ইহার মধ্যে এই বিষয় অতিরিক্ত আছে। তোমরা নিজেরাই বিশ্বাস কর যে, তিনি প্রায় দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত আকাশে জীবিত আছেন; না, তাহার শক্তিনিচয়ের অবনতি হইয়াছে না, তাঁহার শরীর দুর্বল হইয়াছে, না, তাহার দৃষ্টিশক্তির কোন তারতম্য ঘটিয়াছে। বরং বড় মহিমা এবং পূর্ণশক্তি সহকারে তিনি আকাশে জীবিত আছেন এবং আখেরী জমানায় খোদার খাস লস্কর ফেরেশতাহ্‌দের সহিত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। যেমন কোরানের অন্য একস্থানেও আছে, তিনি খোদার ফেরেশতাহ্‌গণ সহ আসিবেন। তবে এই অবস্থায় মসিহ্‌র মধ্যে খোদাই গুণ পাওয়া গেল এবং এই বৈশিষ্টই বলিয়া দেয় যে, তিনি সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক, তবে একটু তলাইয়া বল, এই সমস্ত কথার উত্তর কি? এইগুলিই হইল সেই সমস্ত কুবিশ্বাস যাহার কুপ্রভাবে এখন পর্যন্ত হিন্দুস্থানে এক লক্ষের অধিক মুসলমান ইসলামভ্রষ্ট হইয়া খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে এই সমস্ত লোকের পাপের বোঝা ঐ সমস্ত নাদান উলামাদের উপরেই ন্যস্ত হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা - ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم ইত্যাদি আয়াত সমূহে তো ইসার বৈশিষ্টের মূলোৎপাটন করিতেছেন যেন কোন জাহেল তাহার কোন বৈশিষ্ট দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। অপর দিকে তোমরা একটা বৈশিষ্ট নয়, বরং একাধিক বৈশিষ্ট তাহার ব্যক্তিত্বের উপর আরোপ করিয়া থাক। তোমাদের মতে তিনি এখনও জড় শক্তির সহিত শারীরিক জীবন সহ জীবিত আছেন। আমাদের নবী করীম (সাঃ)-তো ষাট বৎসর বয়সেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন; কিন্তু মরিয়ম-পুত্র মসিহ্‌ এখনও প্রায় দুই হাযার বৎসর পর্যন্ত আকাশে জীবিত আছেন। তোমাদের কথামত আমাদের নবী (সাঃ) একটি মাছিও সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু মসিহ্‌র সৃষ্ট কোটি কোটি পাখী এখনও বিদ্যমান আছে। আমাদের নবী (সাঃ) সর্পদংশনে মৃত সাহাবায়ে কেরামদের একজনকে সাহাবাদের শত অনুনয় বিনয় সত্বেও জীবিত করিতে পারিলেন না; কিন্তু তোমাদের কথামত মরিয়ম পুত্র ইসা হাজার হাজার মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং যে কাজ হযরত ইসা (আঃ) বাল্যকালে করিয়াছিলেন তাহা (নাউযুবিল্লাহ্‌) আঁ-হযরত (সাঃ) নবুওয়াতের জমানায়ও করিয়া দেখান নাই। এখন বল, এই সমস্ত বৈশিষ্ট যাহা তোমরা বিশ্বাস কর, তোমাদিগকে এই কথা বিশ্বাস করিতে বাধ্য করে কিনা যে, হযরত ইসার ব্যক্তিত্ব মনুষ্যসুলভ গুণনিচয় হইতে ভিন্ন ধরণের ছিল। এই পর্যন্ত যে জন্মের সময় তোমাদের কথামত কোন মনুষ্য শয়তানের স্পর্শ হইতে রক্ষা পায় নাই, এই উচ্চস্তরের পবিত্রতাও মরিয়ম পুত্র ইসার ভাগ্যে জুটিয়াছে। একটু তলাইয়া দেখ, এই সমস্ত কথার ফল কি দাঁড়ায়? কোরআন কি হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে এই সমস্ত বৈশিষ্ট গ্রহণ করে? ইহা তো শয়তানের স্পর্শ সম্বন্ধে সমস্ত নবী রসুলদিগকে নিষ্পাপতায় সমান অংশ দিয়াছে। কোরান বলেন: - ان عبادي ليس لك عليهم سلطان কিন্তু আমার দাসদের উপর তোমার কোন প্রভাব পড়িবে না। মোটের উপর হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে কোন বৈশিষ্ট ধরিয়া লওয়া কোরআনের শিক্ষার বিপরীত এবং খ্রীষ্টানদের সহায়মূলক। আর যেহেতু কোরাণের স্পষ্ট উক্তি অনুসারে যেমন হযরত ইসার মৃত্যু প্রমাণিত হয়, তেমনি ইতিহাস দ্বারাও তাহার মৃত্যু প্রমাণিত হয়।

দেখ মরহম-ই-ঈসা নামক ঔষধের ব্যবস্থা-পত্র যাহার সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। কিরূপ পরিষ্কারভাবে এই কথা প্রকাশ করে যে, শূল-কাষ্ঠের ঘটনার সময় হযরত ইসা আকাশে উত্তোলিত হন নাই। বরং আহত হইয়া গোপনীয়-ভাবে কোন এক গৃহে শয্যাগত ছিলেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাহার জখমগুলিতে সেই ঔষধ প্রলেপ করা হয় এবং পটি বাঁধা হয়। সমস্ত পৃথিবীর এই সমস্ত চিকিৎসক মোসলমান, খ্রীষ্টান, অগ্নি উপাসক। রুশ দেশীয় এবং ইহুদী সকলেই কি মিথ্যাবাদী, আর তোমরা সত্যবাদী ?

এখন বোঝ, আকাশে উত্তোলিত হইবার তোমাদের এই বিশ্বাস কোথায় গিয়াছে ? এক নয়, দুই নয়, বিভিন্ন ধর্মের হাজার হাজার গ্রন্থ প্রকৃত ঘটনার সাক্ষ্য দিয়া মিথ্যা ষড়যন্ত্র সমূহের মুখোস খুলিয়া দিয়াছে। ইহা এরূপ উচ্চ শ্রেণীর প্রমাণ। খোদাকে কিছু ভয় করিয়া একটু চিন্তা কর।

অতঃপর ইতিহাসে ইহাও লিখিত আছে যে, মসিহ্ ইব্নে মরিয়ম পর্য্যটক নবী ছিলেন ; বরং, তিনিই ছিলেন একমাত্র নবী যিনি পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া-ছিলেন। খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং মোসলমান আলেমদের সর্ব-সম্মত বিশ্বাস যে, হযরত ইসা (আঃ) তাঁহার জীবনের তেত্রিশ বৎসর বয়ক্রম-কালে সংঘটিত শূলের ঘটনার সময় আকাশের দিকে উত্তোলিত হইয়াছিলেন। যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায়, তবে সেই সময়টা কখন পড়িবে যখন তিনি পর্য্যটন করিয়াছিলেন ? আপনারা নিজেদের বিদ্যার মুখোস এইভাবে কেন উন্মোচন করিতেছেন ? যদি আল্লাহ্‌র ভয় থাকে, তবে সত্যকে কেন গ্রহন করেন না ? আপনাদের নিকটে 'নুজুল' (অবতরণ) এই এক শব্দ ছাড়া আর কি আছে ? যদি এই স্থলে 'নুজুল' শব্দের এই মর্ম হইত যে, হযরত ইসা (আঃ) আকাশ হইতে দ্বিতীয়বার আসিবেন ; তবে 'নুজুল' শব্দের পরিবর্তে 'রুজু' শব্দ বলা উচিত ছিল, কেননা যে ব্যক্তি প্রত্যাগমন করে তাহাকে আরবী ভাষায় 'রাজে' (প্রত্যাগমনকারী) বলে। এতদ্ব্যতীত যখন কোরআন শরীফে 'নুজুল' শব্দ আমাদের নবী (সাঃ) সম্বন্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং চলতি সহি মুসলিমে দাজ্জাল সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং চলতি কথাবার্তায় এই শব্দ মুসাফেরদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় এবং ঐ মুসাফেরকে 'নাজিল' বলা হয় যে কোন স্থানে বিরাম করে—তখন অনর্থক 'নুজুল' শব্দ হইতে আকাশ হইতে অবতরক বুঝিয়া লওয়া কিরূপ অবুঝের কথা।

আবার আমি আসল বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিতেছি যে, আমাদের নবী (সাঃ)-এর খাতামাননবীইন হওয়াও হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুই চায় ; কেননা, যদি তাঁহার পরে আর কোন নবী আসিয়া পড়েন তবে তিনি খাতামাননবীইন হইতে পারেন না এবং নবুওয়াতের ঐশীবাণীর রহিত হওয়া কল্পণা করা যায় না। যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, হযরত ইসা (আঃ) উম্মতী হইয়া আসিবেন, তাহা হইলে নবুওয়াতের পদ তো ইহাতে রহিত হইবে না, যদিও উম্মতীর মত তিনি ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করেন। *

কিন্তু ইহা তো বলিতে পারেন না যে, সেই সময় তিনি খোদাতা'লার জ্ঞানে নবী হইবেন না। আর যদি

* কেননা হাদিসে আগমনকারী মসিহ্ মাউদকে উম্মতী বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে তিনি উম্মতী। এই কারণে নাদান উলামাগণ ধোকায় পড়িয়াছেন এবং তাহারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে উম্মতী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অথচ আমার দাবীর ইহা একটি মোজেজা যে, মসিহ্ মাউদ উম্মত হইতে হইবেন।

খোদাতা'লার জ্ঞানে তিনি নবী হন তবে সেই আপত্তিই থাকিয়া যায় যে, খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ) এবং পরে দুনিয়াতে একজন নবী আসিয়া পড়িলেন। ইহাতে আঁ হযরত (সাঃ)-এর মর্যাদার হানি হয় এবং কোরআনের স্পষ্ট উক্তির মিথ্যাচরণ হয়। কোরআন শরীফে মরিয়ম পুত্র মসিহ্‌র দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে তো কোথাও উল্লেখ নাই; কিন্তু খতমে নবুওতের পূর্ণাঙ্গ এবং বিশদ উল্লেখ আছে। এবং পুরাতন ও নূতন নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা দুষ্টামি এবং হাদিসে বা কোরআনে এই পার্থক্য বিদ্যমান নাই। অধিকন্তু لا نبی بعدی শীর্ষক হাদিসেও সাধারণভাবে ইহার নিষেধ আছে। সুতরাং সূক্ষ্ম চিন্তার অনুসরণ করিতে গিয়া কোরআনের স্পষ্ট উক্তি সমূহ বর্জন করা এবং খাতামান নবীইনের পরে একজন নবীর আগমন মানিয়া লওয়া এবং যে নবুওতের ঐশীবাণী বন্ধ হইয়াছিল তাহা আবার প্রচলিত করিয়া দেওয়া কিরূপ দুঃসহ এবং ঔদ্ধত্যের কার্য? কেননা যার মধ্যে নবুওতের মর্যাদা রহিয়া যায়, তাহার অহি নিঃসন্দেহে নবুওতের অহি হইবে। দুঃখের বিষয় এই সমস্ত লোক চিন্তা করে না যে, মুসলিম এবং বুখারীর মধ্যে امامکم منکم এবং امکم منکم স্পষ্টতঃ বিদ্যমান আছে। ইহা একটি প্রবল প্রশ্নের উত্তর বিশেষ। অর্থাৎ—যখন আঁ হযরত (সাঃ) ফরমাইয়াছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে মসিহ্ ইব্‌নে মরিয়ম হাকামান আদালান (বিচারক ও মীমাংসাকারী) 'হইয়া আসিবেন'। তখন কোন কোন লোকের মনে এইরূপ সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, তবে খত্‌মে নবুওত কি করিয়া বহাল থাকিবে? ইহার উত্তরে এই আদেশ হইল যে, 'তিনি তোমাদের মধ্য হইতে একজন উম্মতী হইবেন এবং রূপকভাবে মসিহ্ নামেও অভিহিত হইবেন।' *

তদনুযায়ী মসিহ্‌র মোকাবেলায় যে মাহ্‌দীর আগমন লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও এই ইঙ্গিত নিহিত আছে যে, মাহ্‌দী রূপকভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিকতার প্রতীক হইবেন। সেই জন্য আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র আমার চরিত্রের মত হইবে। আর হাদিসে 'লা মাহ্‌দী ইল্লা ঈসা' (ঈসা ব্যতীত কেহই মাহ্‌দী নাই) এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করিতেছে যে, সেই আগমনকারী গুণ ও সৌন্দর্যের আকর হইবেন এবং মাহ্‌দীয়াৎ ও মসিহ্‌য়তের দুই মর্যাদা তাঁহার মধ্যে সমাবিষ্ট হইবে। অর্থাৎ আঁ-হযরতের আধ্যাত্মিতার প্রভাব তাঁহার মধ্যে থাকিবে বলিয়া তিনি মাহ্‌দী নামে অভিহিত হইবেন; কেননা আঁ-হযরত (সাঃ)-ও মাহ্‌দী ছিলেন, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন:

ووجدک ضالا فهدی -

ইহার অর্থ বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ) অন্যান্য নবীদের মত কোন শিক্ষকের নিকট বাহ্যিক জ্ঞান শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) এবং মুসা (আঃ)-এর পাঠশালায় বসিয়াছিলেন এবং হযরত ঈসা একজন ইহুদী শিক্ষকের নিকট সমগ্র তৌরিতগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। মোটের উপর আমাদের নবী (সাঃ) কোন শিক্ষকের নিকট পাঠ করেন নাই বলিয়াই খোদা নিজেই শিক্ষক হইলেন এবং সর্বপ্রথমে খোদাই তাঁহাকে "ইকরা" অর্থাৎ পাঠ কর বলিয়াছিলেন; আর কেহ বলে নাই। সেইহেতু তিনি খোদার বন্দবস্তের অধীনে সমস্ত ধর্ম-নৈতিক শিক্ষা লাভ করিলেন এবং অন্যান্য নবীদের ধর্ম-নৈতিক শিক্ষা মানুষের দ্বারাও হইয়াছিল। সুতরাং আগমনকারীর নাম যে মাহ্‌দী রাখা হইয়াছে ইহাতে এই ঈঙ্গিত নিহিত

* যদি হাদিসে এই উদ্দেশ্য নিহিত থাকিত যে, ঈসা (আঃ) নবী হওয়া সত্ত্বেও উম্মতী হইয়া যাইবেন তাহা হইলে হাদিসের শব্দ এইরূপ হইত—"তোমাদের ইমাম যিনি নবুওতের পরে আমার উম্মত হইয়া যাইবেন।"

আছে যে, সেই আগমনকারী খোদা হইতেই ধর্ম-নৈতিক জ্ঞান লাভ করিবেন এবং কোরআন ও হাদিসের ব্যাপারে কোন শিক্ষকের ছাত্র হইবেন না। অতএব আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমার অবস্থাও এই। কেহ এই কথা প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে, আমি কোন শিক্ষকের নিকট কোরআন, হাদিস বা তফসীরের একটি পাঠও লইয়াছি, বা কোন তফসীরকারী বা হাদিসাগারে সাগ্‌রেদী গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং ইহাই মাহদীইয়্যাৎ যাহা নবুওয়্যাতে মোহাম্মাদীয়ার অনুসরণে আমি লাভ করিয়াছি এবং ধর্মের গূঢ় রহস্য কোন মাধ্যম ব্যতীরেকেই আমার নিকটে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আর যেরূপ উপরোক্ত কারণে আগমনকারী মাহ্‌দী নামে অভিহিত হইবেন সেরূপেই মসিহ্‌ নামেও অভিহিত হইবেন। আর যেরূপ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিকতা স্বীয় মাহ্‌দীয়্যাৎ রূপবৈশিষ্ট তাহার মধ্যে ফুৎকার করিলেন * সেইরূপ হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর আধ্যাত্মিকতাও স্বীয় রুহুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র আদেশ) রূপী বৈশিষ্ট তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন।

* আমাদের নবী (সাঃ)-এর নাম আব্‌দ (দাস)-ও বটে এবং সেই জন্যই খোদা আব্‌দ নাম রাখিলেন যেন আসল উবুদিয়তের (দাসত্বের) নম্রতা ও ছাপ থাকে এবং উবুদিয়তের পূর্ণ অবস্থা হইলে, তাহা যাহাতে কোন প্রকার আতিশয্য, সীমাতিক্রম এবং দূরত্ব না থাকে এবং সেই অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের আমলী (ব্যবহারিক) পূর্ণতা মাত্র খোদার দিক হইতে দেখে এবং মধ্যস্থলে কোন হাত দেখে না।

মানুষের নিজ ব্যবহারিক পূর্ণতা শুধু খোদার পক্ষ হইতে দেখিবার এই যে পূর্ণ উবুদিয়তের মর্য্যাদা তাহা সেই মাহ্‌দী ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে জুটিতে পারে না, যাহার সমস্ত এবং সম্পূর্ণ আমলী পূর্ণতা খোদার হস্তে সম্পন্ন হয়। কেননা নিজের তিতিক্ষা এবং চেষ্টা নিশ্চয়ই এরূপ একটি ধারণার সৃষ্টি করে যাহা পূর্ণ উবুদিয়্যতের পরিপন্থী যেহেতু পূর্ণ উবুদিয়্যতের মর্য্যাদা পূর্ণ মাহ্‌দীইয়্যতের অধীনস্থ। সেই জন্য আঁ-হযরত (সাঃ) ব্যতীত কেহই পূর্ণ উবুদিয়্যতের মর্যাদার অধিকারী নন। ইহা আল্লাহ্‌র ফজল (অনুগ্রহবিশেষ)। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি ইহা দান করেন.....নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষ্য দিতেছি মোহাম্মাদ আল্লাহ্‌র আব্‌দ (দাস) এবং তাঁহার রসুল।

আরবদের চলতি ভাষার রীতি এই যে, যেখানে রাস্তা খুব ঠিক, নরম এবং সোজা করা হয়; সেই রাস্তাকে "তরীকে মুয়াজদুন" বলে। সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ) এই জন্য আব্‌দ (দাস) নামে অভিহিত হইয়াছেন যে, খোদা মাত্র নিজের শক্তি ও শিক্ষা দ্বারা তাঁহার মধ্যে আমলী পূর্ণতা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার সত্ত্বাকে নিজের মহিমা বিকাশের পথ করিবার জন্য মোলায়েম সরল এবং পরিষ্কার করিয়া এবং স্বীয় শক্তিতে তাঁহার মধ্যে সেই স্থির সঙ্কল্পতা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা উবুদিয়্যতের বৈশিষ্ট্য। অতএব তিনি জ্ঞানের দিক দিয়া মাহ্‌দী এবং আমলের দিক দিয়া তিনি, আব্‌দ যাহা খোদার দ্বারা তাঁহার মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। কেননা খোদা তাঁহার আত্মার উপর স্বহস্তে সেই কার্য করিয়াছেন যাহা কুটিবার এবং সমান করিবার যন্ত্র (Roller) দ্বারা সেই রাস্তার উপর করা হয়, যাহা পরিষ্কার এবং সমান করিবার ইচ্ছা হয় এবং যেহেতু মাহ্‌দীয়ে মওউদ (প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী)-এর ও উবুদিয়্যৎ (দাসত্ব-এর মর্যাদা) আঁ-হযরত (সাঃ) দ্বারা লাভ হইয়াছে, সেইহেতু প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর মধ্যে দাসত্বের অবস্থা "গোলাম" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার নাম গোলাম বলা হইয়াছে। এই "গোলাম" শব্দ সেই দাসত্ব প্রকাশ করে যাহা প্রতিচ্ছবির মত প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর মধ্যে হওয়া আবশ্যক। অতএব চিন্তা কর। (ক্রমশঃ)

মূল গ্রন্থ পৃষ্ঠা—১৪২—১৪৮।

ধর্মের নামে খুন

মীর্যা তাহের আহ্‌মদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মওদুদী শাসন আমলের এক সম্ভাবিত ঝলক

"তোমাদের সভ্যতা তোমাদেরই অস্ত্রে আত্মহত্যা করিবে; ভঙ্গুর শাখায় যে নীড় নির্মিত হইবে, উহা ক্ষণস্থায়ী হইবে।"

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলি হইতে পাঠক উত্তমরূপে জানিতে পারিয়াছেন যে ইসলাম, ইসলামের রসুল (সাঃ), ইসলামের প্রচার এবং ইসলামের শক্তি সম্বন্ধে মৌলানা মওদুদীর ধারণা কি? এখন আমি এই পৃষ্ঠাগুলিতে সম্ভাবিত মওদুদী রাষ্ট্রের একখানা সংক্ষিপ্ত কাঠামো আঁকিয়া দেখাইতেছি, যাহা মওদুদী সাহেবের ক্ষমতা লাভের পর যে কোন ইসলামী বা অইসলামী দেশে প্রবর্তিত হইবে। আমি অইসলামী বলাতে আশ্চর্যান্বিত হইবেন না। কারণ, ইহা বিচিত্র নয় যে, এই বিপ্লব কোন ইসলামী দেশে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে কোন অমুসলমান প্রধান দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। কারণ, যখন প্রত্যেক মুসলিম পার্টি স্ব স্ব দেশে এই কল্পিত ইসলামী বিপ্লব আনার চেষ্টা করিবে এবং ক্ষমতা লাভের সম্ভবপর সবগুলি উপায় অবলম্বন করিবে, তখন কে বলিতে পারে যে, কোথায় এই ইন্‌ক্লাব প্রথম উপস্থিত হইবে? সউদী আরবে, না ঘানায়? মিশরে, না লেবাননে? পাকিস্তানে, না হিন্দুস্থানে?

যাহা হউক, যখন যেভাবে, যেখানেই এই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহার কাঠামোর কোন না কোন অংশ তাঁহার চিন্তাধারার অক্ষয়-মোহর যুক্ত হইবে, যাঁহার মনিষা ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিল এবং যাঁহার চেষ্টা কল্পনা জগত হইতে ইহাকে বাস্তব জগতে রূপায়িত করিয়াছিল। ক্ষমতা লাভের পর প্রথম পদক্ষেপে সম্ভবতঃ ইসলামের শিরোনামা দিয়া মওদুদী-আকিদা-গুলির একটা তালিকা প্রকাশ করিয়া এই ঘোষণা করা হইবে যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সকল মুসলমান এই আকিদাগুলি পোষণ করে, নিকটবর্তী থানা বা আদালতে তাহাদের নাম লিখাইবে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন মুসলমান রেজেষ্টরী ভুক্ত না হয়, তবে তাহার ধন, প্রাণ ও সম্ভ্রমের দায়িত্ব তাহার উপর থাকিবে এবং এই সময়ের মধ্যে সব প্রজা নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র সরকারে জমা দিবে।

এই ঘোষণার পর রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতি আরম্ভ করিবে। মওদুদী-ফৌজ ও মওদুদী-পুলিশ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া জেহাদের জন্য দাঁড়াইবে। এই জেহাদে অবশ্য অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইবে, কিন্তু শহীদ হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না! কারণ ঐ নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে শত্রুদিগকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা হইবে।

একটা অস্থিরতাপূর্ণ সময় পর্যন্ত অপেক্ষমান থাকার পর অবশেষে ঐ দিন উপস্থিত হইবে। তখন কোটি কোটি মুরতাদকে মওদুদী-তলওয়ারের জন্য হালাল করা হইবে। এই মুরতাদগুলি ইতিপূর্বে জন্মগত মুসলমান বলিয়া কথিত হইত। মোট কথা এক ঘোষণাকারীর ঘোষণায় খোদা জানেন কত তরবারি উঠিবে এবং পড়িবে, কত মাথা দেহচ্যুত হইবে এবং কত দেহ রক্ত

ও মাটিতে গড়াগড়ি দিবে। যদি মৌলানা মওদুদীর কথায় ও কার্যে কোন পার্থক্য না থাকে এবং তিনি যাহা বলেন তাহা করিতে সক্ষম হন তবে এইরূপ হইবে। না জানি তখন কত তরবারি, একবার নয়, সহস্র সহস্রবার উঠিবে ও আঘাত করিবে এবং কত অগণিত মুণ্ড দেহচ্যুত হইতে থাকিবে এবং দেহ মাটি ও রক্তে গড়াগড়ি দিতে থাকিবে।

ঐ সময় এমন হইবে যে, স্বামী তাওবা করিলে বা সত্যবাদীতাকে জলাঞ্জলি দিলে তাহাকে জীবিত রাখা হইবে বটে, কিন্তু তাহার সত্যবাদিনী স্ত্রী তাহার সম্মুখে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইবে। যদি স্ত্রী তাওবা করে বা মিথ্যা বলিয়া মুনাফেকদের আশ্রয় গ্রহণ করে তবে তাহাকে জীবিত রাখা হইবে, কিন্তু তাহার সত্যবাদী স্বামীকে তাহার সম্মুখে হত্যা করা হইবে। শিশুদিগকে বিনা ব্যতিক্রমে জীবিত রাখা হইবে। কিন্তু ইহার ফলে মাতা বা পিতা অথবা উভয়ের মৃত্যু তাহাদিগকে সচক্ষে দেখিতে হইবে। দুগ্ধ পোষ্য শিশুগুলি ছটফট করিতেছে দেখিয়া তাহাদের মায়ের চক্ষুযুগল ভয়ে, আক্ষেপে অস্থির হইবে। এতীম বালক বালিকা যাহারা তাহাদের মুরতাদ পিতাকে আর কখনও দেখিতে পাইবে না, তাহাদের ক্রন্দনে পাকিস্তানের শহর ও পল্লীগুলি এমন সকরুণ আর্তনাদ ও চীৎকারে ভরিয়া উঠিবে যে, তাহাতে একদিকে খোদার আরশ কাঁপিবে এবং অন্যদিকে চীনের দেওয়াল কাঁপিবে ও ইউরোপ শিহরীয়া উঠিবে।

যখন ঐ সকল মুষ্টিমেয় সালেহের বাহু হত্যাকাণ্ড করিতে করিতে অবশ হইয়া পড়িবে, তখন অবশিষ্ট মুরতাদদের দ্বারা অতিশয় দীর্ঘ ও প্রশস্ত খাদ খনন করাইয়া তাহাতে লাল আগুন প্রজ্জলিত করিয়া তাহাদিগকে ঐ আগুনে জীবন্ত, দগ্ধ করা হইবে। সেই আগুনের গগনস্পর্শী শিখাগুলি পাকিস্তানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম, সকল দিক আলোকিত করিবে। সুতরাং, উহা কেমন মুবারক প্রভাত হইবে যখন পাকিস্তানের দিগন্ত হইতে মওদুদীয়তের এই লাল উষার উদয় হইবে।

কিন্তু ইহা সূচনা মাত্র। পরিণতি বহু দূরে। যদি এই বিপ্লব সর্বপ্রথম পাকিস্তানে হয়, তবে তো সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া অনেকগুলি ইসলামী দেশ পাকিস্তানের ডাহিনে, বামে, সামনে,পিছনে রহিয়া গিয়াছে। ঐ সকল দেশে মুরতাদ মাতা নিত্য মুরতাদ সন্তান প্রসব করিতেছে। তা'ছাড়া এখনও হিন্দুস্থানের ছয় কোটি মুরতাদ শেষ করা বাকী রহিয়াছে। এখনও বাকী রহিয়াছে ঐ ক্রন্দনরোল ও শোক ধ্বনি, যাহা পর্বতবক্ষকে বিদীর্ণ করিবে এবং আকাশকে ভেদ করিয়া ঊর্ধে উঠিবে। সেই রোদন এখনও বাকী, যাহা শ্রবণে মাতার বুকের দুধ শুখাইয়া যাইবে। আকাশ বিদীর্ণ হইবে। সেই বিলাপ বাকী, যাহা শ্রবণে পৃথিবীর বুকের দুধ শুষ্ক হইবে, আকাশের তারকাগুলি বক্ষে আঘাত করিতে থাকিবে এবং যাহার বেদনায় চন্দ্র সূর্যের চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে। তারপর, এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর যখন সকল মুসলিম দেশের অধিকাংশ মুসলমান অধিবাসী নিঃশেষ হইবে তখন কি এই ক্ষমতাসীন খাঁটি মুসলমানদের পিপাসার নিবৃত্তি হইবে? তাহাদিগের ক্ষমতার মোহ কি ঘুচিবে? যে সকল উচ্চ আকাঙ্খা, উৎসাহ উদ্দীপনা মৌলানার বক্ষ জুড়িয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার কথায় ও কলমে প্রকাশিত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, এই প্রশ্নের উত্তর আসিবে শুধু 'না'। এত সহজে এই পিপাসার নিবৃত্তি হইবে না। এই আগুন ততদিন নিভিবে না যত দিন না কাফের রাষ্ট্রগুলিতে ইসলামের আহ্বান জ্ঞাপনের পর তাহাদিগের কুফরীতে কায়েম থাকার জিদ করার কারণে বা তৎপূর্বেই তরবারির বলে তাহাদিগকে শেষ না করা

হয়। এখনও তাঁহার রুদ্ররোষ ইউরোপের উপর পতিত হয় নাই আমেরিকা, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িতে বাকী আছে। আফ্রিকার মরুভূমিতে এখন তাঁহার বিজলি হানিতে বাকি আছে। উহার ঘন কৃষ্ণ বন-জঙ্গলে এখনও আগুন ধরান হয় নাই। এখনও তিনি রুশিয়াকে দগ্ধ করেন নাই। সাইবিরিয়ার তুষারাবৃত অঞ্চলে ঈমানের বাতি দেওয়া হয় নাই। এখনও কত যে হত্যালীলা সাধনে বাকী আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মওদুদীর তরবারিকে আরো কত যে লাল ঘাটের পানি পান করিতে হইবে তাহা কে জানে। আমি ভাবি যখন এই মওদুদীয় ইসলাম পৃথিবীর সমস্ত দেশকে রক্ত রঙে রঞ্জিন করিবে, তখন সহস্র সহস্র মাইল ব্যাপী বিজন প্রান্তরের মধ্যে কোথাও কোন একাকী এক সালেহ্‌ মুসলমানের আযানধ্বনি কেমন মধুর শুনাইবে? মৌলানার এই বিশ্বশান্তির ইসলামী মতবাদ কত ভয়াবহ! এই শান্তির ছবি একমাত্র নিস্তব্ধ কবরস্থানেই দেখা যায়। ইহার অন্য নাম জীবনের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যু।

অনুবাদ—এ. এইচ. আলী আনওয়ার

(ক্রমশঃ)

পূর্ব-পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত বিস্তারের ইতিহাস

মীর্যা আলী আখন্দ

আহ্‌মদিয়াত কিভাবে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম আসিল। এবং কিভাবে তুমুল বিরোধিতার ভিতর দিয়া সকল ঝড়-ঝঞ্জা জয় করিয়া খোদার ফজলে এখন সারা পূর্ব-পাকিস্তানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তার ইতিহাস লিখার জন্য অনেকদিন হইতে অনুপ্রেরণা অনুভব করিতেছিলাম। কারণ প্রাথমিক যুগের অনেক বুজুর্গ আমাদের অনেক আগে ইহজগত হইতে চির-বিদায় লইয়া গিয়াছেন মধ্য যুগেরও অনেক খোদা প্রেমিক যাহারা এই খোদাই সিলসিলার বিজয়ের জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া তাঁহাদের প্রিয় মওলার নিকট চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সাথে আহ্‌মদিয়াতের সত্যতার সমর্থনে যে সমস্ত ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাদের অনেকগুলি আমরাও সাক্ষী - এগুলিও আমাদের অন্তর্ধানের সাথে সাথে বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে -। হাজার হাজার ঐশী নিদর্শন ও স্বর্গীয় শাহাদাত যাহা ইসলাম, আহ্‌মদীয়াত ও হযরত মসিহে মাউদ (সাঃ)-এর সত্যতার সমর্থনে আকাশ হইতে নাজিল হইয়া বিশ্বাসীদের হৃদয়কে ইমানে মজবুত ও দৃঢ় প্রত্যয়ের মিনারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল সেগুলি সংরক্ষিত হইলে আমাদের ছেলেমেয়ে ও ভবিষ্যত বংশধরগণের ইমানকে উদ্দীপ্ত করিবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত কিশোরগঞ্জ মহকুমাধীন কাটিয়াদী থানা হইতে ৩।৪ মাইল পশ্চিমে প্রেমারচর গ্রামের মরহুম হযরত মৌলানা তালেব হুসেন সাহেব (রহঃ)-এর ও ঐ এলাকা আহ্‌মাদীয়ত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখার কাজে হাত দিই, যাহা আমি স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়া রাখিয়াছি এবং সময়ে আহ্‌মদীতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রাখি।

কটিয়াদী থানার অন্তর্ভুক্ত নাঁগেরগাঁ গ্রামের হযরত মৌলবী রইশ উদ্দিন খাঁ সাহেব (রাহঃ) ছিলেন এই এলাকার আহ্‌মদীয়াতের অগ্রদূত ও হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর সাহাবী। তেরগাঁথি আন্‌জোমান তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশে আর একজন সাহাবীর ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার নাম হযরত মৌলবী আহ্‌মদ কবির, তাঁহার বাড়ী ছিল চট্টগ্রামের আনওয়ারা থানার অন্তর্গত বটতলি গ্রামে। এই গ্রাম কর্ণফুলি নদীর ওপারে জলদীর নিকটে। সেখানে তাঁর মাজার এখনো বিদ্যমান আছে, ওফাতে ইসা লইয়া তাঁহার সঙ্গে স্থানীয় আলেমদের সাথে বহু বহেস মোবাহেসা হয়। সে অঞ্চলে তিনি ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কায়েল ছিলেন বলিয়া তিনি ইসা-মারা মৌলবী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত দুই সাহাবাদের জীবনের পূর্ণ আলোচনা সময়মতে করা হইবে। আমি যখন আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাস সংগ্রহে চেষ্টিত ছিলাম, এই সময়ে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল কি মে মাসে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে আমাকে ৩ মাস বগুড়ায় থাকিতে হইয়াছিল। ঐশী ইচ্ছাতেই যেন ইহা হইয়াছিল। আমি বাংলাদেশের ভূতপূর্ব আমির হযরত মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করি। তিনি হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ আউয়াল (রাজি)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন ও প্রাচীনতম আহ্‌মদীদের অন্যতম। তাঁকে তার আহ্‌মদীয়তের জীবনের কিছু বর্ণনা করিতে অনুরোধ করি। তিনি সংক্ষেপে আমাকে যে বর্ণনা দান করেন তাহা তার নিজ ভাষায় আমি লিখিয়া লই এবং তাঁহার বিবৃতির সত্যতার সম্মানে তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণ করি। নিম্নে তাঁহার বিবৃতি বর্ণনা করা হইল, "১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দীর্ঘকালের জন্য ছুটী লইয়া আমি চট্টগ্রাম হইতে। কাদিয়ান এই উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম যেন কোরআন, ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে আরো বেশী জ্ঞানলাভ করিতে পারি। প্রথম তিন মাসের ছুটি এলাউন্স সহ পাইয়াছিলাম। তাঁরপর এক বছরের জন্য বিনা বেতনে ছুটি লইয়াছিলাম। কাদিয়ানে সেই সময়ে হযরত মিঞা সাহেবের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান খলিফা ও ইমামকে তখন হযরত মিঞা সাহেব বলা হইত। সম্ভবতঃ তাঁহার অনুগ্রহে আমি কাদিয়ানের তালিমুল ইসলাম হাইস্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। ইহাতে আমার কাদিয়ান থাকা ও শিক্ষালাভ করার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। তখন হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ আউয়াল (রাজিঃ) পীড়িত ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও তিনি যখন একটু ভাল বোধ করিতেন, তখন বাহিরে আসিতেন, এবং আমার তাঁহাকে দর্শনের সৌভাগ্য হইত। তিনি যখন মসজিদে নামাজ পড়াইবার জন্য আসিতে পারিতেন না, তখন আমি যতদূর জানি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি নামাজ পড়ানোর অনুমতি ছিল। তন্মধ্যে প্রথম নাম ছিল, হযরত মিঞা সাহেবের। তারপর অন্যান্য নাম ছিল। যথা :

১। হযরত মিঞা সাহেব
২। মোঃ মোহাম্মাদ আলী সাহেব
৩। হযরত মৌলানা ছৈয়দ মোহাম্মাদ শারওয়ার শাহ সাহেব
৪। হযরত মৌলানা শের আলী সাহেব

হযরত মিঞা সাহেব তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হযরত মির্জা শরিফ আহ্‌মদের জন্য মসজিদে মোবারকে ফজরের নামাজের পরেই কোরআন শরীফের দরস দিতেন। সেই দরসে ফজরের নামাজে অনেক মুসল্লিহ্‌ উপস্থিত থাকিতেন। ইহা ছাড়া মৌলবী আবদুল মগ্‌নি আমি ও আরো কতিপয় বিশিষ্ট আহ্‌মদীদের জন্য তিনি একটা খাস দরস দিতেন,

আছরের নামাজের পূর্বে—তার নিজের বৈঠকখানাতে। যাহার মধ্যে তাঁহার কোরআন, ও ইসলাম সম্বন্ধে এবং রুহানীয়াতের উচ্চস্তরের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত।

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আওয়াল (রাঃ)-এর পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে তিনি তাঁহার মাওলার সহিত মিলিত হইলেন। তখন হযরত মির্জা সাহেব বিভিন্ন আঞ্জুমান হইতে আগত ও কাদিয়ানের বাসিন্দাদের অন্ততঃ শতকরা ৯৫ জনের দ্বারা খলিফা নির্বাচিত হইলেন। হযরত মির্জা সাহেব খলিফা হইবার পূর্বেই আহ্‌মদীয়া জমাতের অল্প সংখ্যক কিন্তু নেতৃস্থানীয় লোক লাহোরে গিয়া স্বতন্ত্র জমাত সৃষ্টি করায় আহ্‌মদীয়া জমাতের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। এক দিকে যেমন তিনি উহার মোকাবিলা করিলেন, অন্যদিকে তবলিগের দিকেও বিশেষ জোর দিলেন। কলিকাতা, মরিশাস দ্বীপ ও আরো কয়েকটি স্থানে প্রচারক পাঠাইলেন। ঐ বৎসর গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে আমি পুনরায় নিজে বাড়ীতে ফিরিয়া আসি। কয়েক মাস পূর্বে আমার পিতা মুন্সি আরজউদ্দিন আহ্‌মদ ও আমার ছোট ভাই বেলায়েত আলী কাদিয়ান গিয়া বয়েত করেন ও তাহারাও আমার সঙ্গে ফিরিয়া আসেন। বেলায়েত আলীকে কাদিয়ান হাইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী আসিয়া আমি আমার ভগ্নিপতি মৌলবী একরাম আলীকে 'আসলে মোসাফ্‌ফা' নামক একটি উর্দু কেতাব পড়িতে দেই। একদিন তাহাদের বাড়ীতে গেলে মৌলবী একরাম আলীর পিতা ও আমার ফুপা মুন্সি জাকের মোহাম্মাদ সাহেব যিনি ঐ অঞ্চলে একজন আলেম বলিয়া পরিচিত ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আমি শুনিতে পাইলাম যে তুমি কাদিয়ানে গিয়া কোন এক পীর সাহেবকে ইমাম মাহ্‌দী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছ। ইহা কি সত্য?" আমি বলিলাম "হাঁ ইহা সত্য"। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ইমাম মাহ্‌দী আসিয়া কি কাজ করিয়াছেন?" উত্তরে আমি বলিলাম যে, 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহেছ্ছালাম বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি দুটী জিনিস এই উম্মতের জন্য রাখিয়া যাইতেছি। 'একটি কোরআন ও আর একটি আমার সুন্নত'। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে মুসলমানরা যতদিন কোরআন ও আমার সুন্নতের উপর কায়েম থাকিবে ততদিন তাহাদের অধঃপতন হইবে না। তাহারা আল্লার ফজলে সব বিষয়েই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। কিন্তু যখনি তাহাদের কোরআন ও সুন্নত শুধু মুখের কথা হইবে, অন্তরের নহে, তখনি তাহারা অধঃপতনের দিকে যাইবে। ইতিহাসে রসুলুল্লা (সাঃ)-এর এই উক্তির সত্যতার সাক্ষ্য দিয়াছে।

মুসলমান যদি উন্নতি করিতে চায়, তবে কোরআন ও সুন্নতকে ধরিতে হইবে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এই কাজটি করিয়াছেন, তিনি কোরআন ও সুন্নতকে নতুন করিয়া জারী করিয়াছেন। আমি কাদিয়ানে এক মাসের অধিক থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, সেখানে কোরআনের চর্চা কত বেশী হয়। সেখানে যিনি খলিফা আছেন প্রত্যহ কোরআন শরীফের দুটি দরস; একটি পুরুষদের জন্য দেন এবং অপরটি স্ত্রীলোকদের জন্য। ইহা ছাড়াও অন্যান্য আলেমগণ প্রাইভেটভাবে আরো দরস দেন। ইহার ফলে কাদিয়ানের প্রত্যেক আহ্‌মদী রাস্তার মুটে মজুর, ধুবি ইত্যাদি প্রত্যেকেই কোরআন শরীফ পড়িতে পারে ও লফ্‌জি তরজমা জানে। সকালবেলা ফজরের নামাজের পরে রাস্তা দিয়া চলিবার সময় দুইদিক হইতে কোরআন তেলাওতের আওয়াজ আসে। দোকানদারগণ কাপড়ের দোকানে বসিয়া যতক্ষণ গ্রাহক না থাকে ততক্ষণ কোরআন শরীফের সুরা

উপস্থিত শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া দেয়, যখন গ্রাহক আসে তখন কোরআন রাখিয়া দিয়া গ্রাহকের নিকট জিনিস বিক্রয় করে। যখন গ্রাহক চলিয়া যায় এবং অন্য কোন কাজ না থাকে তখন আবার কোরআন পড়া ও ব্যাখ্যা করা আরম্ভ হয়। বর্তমান দুনিয়াতে এই দৃশ্য আর কোথাও নাই।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

॥ ১ ॥

গত ১৬ই এপ্রিলের টাইমের এশিয়া ইডিসানে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের কয়েকটি মন্তব্য ও পরিবেশিত ছবি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু মনের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চারের পূর্বে আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে; উক্ত মন্তব্য ও পরিবেশিত ছবি সত্য কিনা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া মুসলমানগণ রসাতলে নামিয়া গিয়াছে। সুতরাং বিধর্মীরা আমাদের দুর্বলতা লইয়া আলোচনা করিলে ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া আত্মসচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করা কর্তব্য।

অধিকন্তু প্রবন্ধ লেখক দাবী করিয়াছেন যে, ইসলাম সংক্রান্ত তথ্য তিনি জনৈক মুসলমানের পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং টাইমে পরিবেশিত ছবি জনৈক মুসলমানই সরবরাহ করিয়াছেন। সুতরাং গলদ আমাদের মধ্যে।

যাহারা ভ্রান্ত তাহারা অপর কাহারো ভাল দেখিতে পায় না। খ্রীষ্টান জাতি ইসা (আঃ)-এর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া নানা পাপাচারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা বিজ্ঞানের উচ্চ হইতে শিখরে আরোহন করিলে কি হইবে, বস্তুতঃ তাহারা ধর্ম হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং অপর ধর্মাবলম্বীর, বিশেষ করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বীর যখন কিছুমাত্র ত্রুটি খুজিয়া পায়, উহা তাহারা জোর সোরে প্রচার করিতে থাকে।

"সুসভ্য ও জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত বলিয়া দাবীদার জাতি, অনেক কিছুই আবিষ্কার করিয়াছে, অনেক রহস্যের উদঘাটন করিয়াছে, অনেক অজানা তথ্য তাহারা জানিয়াছে। কিন্তু তাহারা ইতিহাস সম্বন্ধে কি অজ্ঞ? তাহাতো নয়। কিন্তু তবুও তাহারা ইসলাম সম্বন্ধে, বিবি হাজেরা সম্বন্ধে যে ভুল ও অশোভন তথ্য সরবরাহ করিয়াছে তাহা যে ইচ্ছাকৃত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে আমরা বড় একটা আশ্চর্য হই নাই।

কারণ তাহারা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের ধর্মকে বিকৃত করিয়াছে। একরবাদকে জলাঞ্জলি দিয়া ত্রিত্ববাদের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া বলিতেছে, 'আমরা ইসা (আঃ)-এর অনুসারী। সুতরাং যাহারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরা করিয়াছে, নিজেদের ধর্মকে নিজেরা বিকৃত করিয়াছে, তাহারা যে অপরের ধর্মকে বিকৃত

করিবার চেষ্টা করিবে, এবং বিকৃত করিয়া দেখাইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি ?

॥ ২ ॥

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাজিঃ)-কে যখন বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন হযরত আয়েশা (রাজিঃ)-এর বয়স নয় বৎসর ছিল। ইসলাম বিরোধীরা এই বিবাহ সম্বন্ধে আপত্তি করে এবং বিরূপ ধারণা পোষণ করে। বিশেষ করিয়া খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা এই বিবাহকে উপলক্ষ করিয়া নানা প্রকার কটূক্তি এবং অশোভন মন্তব্য করিয়াছেন। তাহাদের মতে ১৮ বৎসরই বিবাহের উপযুক্ত সময়। তার পূর্বে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু নিজেদের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সহিত বিবি আয়েশার বিবাহ সম্বন্ধে আপত্তি ও অশোভন কটূক্তি করা হইতে তাঁহারা বিরত থাকিতেন।

সম্প্রতি লণ্ডন মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ডাক্তার ডোনাল্ড হারডেন রাজ পরিবারের এক শিশুবধূর শবাধারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই শবাধার ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শবাধারটি একটি ৯ বৎসর বয়স্কা রাজ-কন্যার যিনি রাজা চতুর্থ এডোওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ রিচার্ডের স্ত্রী। রিচার্ডের সহিত মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং চারি বৎসর পর্যন্ত দাম্পত্য জীবন যাপনের পর ১৪৮১ ইসাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

হযরত আয়েশা (রাজিঃ) যখন ৯ বৎসর বয়স্কা বালিকা তখন রসুলে আকরম (সাঃ)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা তাঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধে আপত্তি ও কটূক্তি করেন, তাঁহাদের যুবরাজের বিবাহ হইয়াছিল একটি পাঁচ বৎসর বয়স্কা শিশুর সহিত।

সুতরাং মানুষের উচিত অপরের সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার পূর্বে নিজেদের ঘরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

॥ ৩ ॥

গত ১১ই মে দিবাগত রাত্রে পূর্ব পাকিস্তানের আটটি জেলার উপর দিয়া যে প্রলয়ঙ্করী ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। ইহার পূর্বেও ১৯৬০, ১৯৬১ ও ১৯৬৩ ইসাব্দে ঝড় ও জলোচ্ছাস প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু এইবার যে ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে উহার সহিত পূর্বোক্ত ঝড়ের তুলনা হইতে পারে না। বাংলা দেশের উপর একের পর এক বিপদ আপতিত হইতেছে। ১৯৬০ সালের পূর্বে উপর্যুপরি কয়েকবার বন্যার করালগ্রাসে এই দেশের অপর্যাপ্ত ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল ? বন্যার যেমন অপকারিতা আছে তেমনই ইহার উপকারিতাও আছে। বন্যা দেশের দূষিত পদার্থ, আবর্জনা প্রভৃতি ধৌত করিয়া দেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তোলে। অধিকন্তু বন্যার প্রবাহে আনিত পলিমাটি দেশকে উর্বর করে। কিন্তু এই যে, ঝড় ও জলোচ্ছাস, ইহার কি উপকারিতা ? ইহা যে, প্রতিটি জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে ; জলোচ্ছাস, সুপেয় জলকে অপেয় করিয়াছে, উর্বর জমিকে অনুর্বর করিয়াছে। ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট, কুমিল্লা জেলা আটটির মধ্যে বরিশাল জেলা সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ; শতকরা ৯০টি গৃহ ভূমিস্যাৎ হইয়াছে। সমুদ্রপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি জলোচ্ছাসের ফলে ধুইয়া মুছিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে।

রাত্রি ১১টার সময় সোঁ সোঁ, সাঁ সাঁ শব্দের সহিত ঝড় প্রবাহিত হয়। এবং রাত্রি ১২টার সময় উহা নারকীয় রূপ পরিগ্রহ করে। প্রবল বাতাসের মুখে

বিরাট বিরাট বৃক্ষ ও ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ঘরের চাল বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার পরে পরেই সমুদ্রোপকুলের জেলা সমূহে, বিশেষ করিয়া বরিশালে ২০।২৫ ফুট উচু হইয়া সমুদ্রের জল ভীষণ গর্জনের সহিত মূল ভূখণ্ডে আসিয়া পড়ে এবং ঘর বাড়ী সমেত অসংখ্য মানুষ ও জীবজন্তু ধুইয়া মুছিয়া লইয়া যায়। বেসরকারী হিসাবে প্রকাশ প্রায় ৩০ ৪০ হাযার মানুষ কেবল বরিশাল জেলায় নিহত হইয়াছে অথবা জলোচ্ছাসে ভাসিয়া গিয়াছে। এবং অন্যান ৫০।৬০ হাযার গো-মহিষ, ছাগল মারা গিয়াছে। মোট কথা এই ধ্বংসলীলার কোন তুলনা নাই।

ইতিপূর্বে ১৯৬১ ইসাব্দের ৯ই মে তারিখে চট্টগ্রাম নোয়াখালী বরিশাল জেলার উপর দিয়া যে প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছাস প্রবাহিত হইয়াছিল, নটারডাম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মিয়া মুহাম্মাদ আবদুল হামিদ উহাকে খণ্ডপ্রলয় নামে অবিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "৯ই মের দুর্যোগকে মহা-প্রলয়ের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটি অংশ অর্থাৎ খণ্ড-প্রলয় বলা যায়"

কিন্তু কেন এই ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিপদাপদ, কেন এই বন্যা ও জলোচ্ছাস। ইহাকে মানুষ আযাব বলিতেছে। কিন্তু কেন আযাব আসে? মিয়া আবদুল হামিদ সাহেবই তাঁহার খণ্ড প্রলয় প্রবন্ধে বলিতেছেন:

"কিন্তু এই যে খণ্ড প্রলয়, প্রকৃতির এই যে উগ্রমূর্তিতে আত্ম-প্রকাশ, ইহার কি কোন গূঢ় অর্থ নাই—নাই কোন সুগভীর তাৎপর্য? আমরা শুনিয়া আসিয়াছি, মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য, মানুষের মধ্যে অনুতাপ অনুশোচনা জাগাইবার জন্য অথবা মানুষের পাপ ও অনাচারের জন্য মানুষকে আদর্শ শাস্তি দিবার উদ্দেশ্য বিধাতা মাঝে মাঝে এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটাইয়া থাকেন, হযরত নূহ 'আলাইহিস সালামের সময় বিশ্ব-বিধ্বংসী প্লাবন আসিয়াছিল, হযরত আইয়ুব 'আলাইহিস সালামের সময় ভূমিকম্প ও মহামারী দেখা দিয়াছিল, হযরত ইউসুফ 'আলাইহিস সালামের সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, হযরত মুসা 'আলাইহিস সালামের সময় দেখা দিয়াছিল পঙ্গপাল ও রক্ত বৃষ্টি। এই সকল আধি-দৈবিক দুর্বিপাকে পাপাসক্ত অনাচারী মানুষ অনুতপ্ত হইয়া খোদার পথে, সত্য ও ন্যায় পথে ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

তাঁহার উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আমাদের কিছু বলিবার আছে। তাঁহার উপরোক্ত অংশ পাঠে আমরা জানিতে পারি যখনই নবী আসিয়াছেন তখনই দুর্বিপাক দেখা দিয়াছে। কোরআনে আল্লাহ্ বলেন:

ওমা-কুন্না মুয়াজ্জেবিনা হাত্তা নাব্‌য়াসা রাসুলা।

'আমরা কোন রসুল প্রেরণ না করিয়া আযাব অবতীর্ণ করি না।'

যখনই মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, অনাচারে অত্যাচারে জগৎ ভরিয়া গিয়াছে, তখনই মহাপ্রভু মানুষকে সৎপথে ফিরাইবার জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন। এই যুগেও মানুষকে সৎপথে ফিরাইবার জন্য আল্লাহ্তালা হযরত মসিহে মাউদ (আ:)-কে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার ডাকে সাড়া না দিলে, অনাচার পাপাচার হইতে বিমুখ না হইলে আল্লাহ্র রুদ্ররোষ প্রশমিত হইবে না। হযরত মসিহে মাউদ বলিয়াছেন:

'স্মরণ রাখিও, খোদাতালা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয় জানিও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে সেইরূপ ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ারও বিভিন্ন এলাকায় আসিবে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি কেয়ামতের (মহাপ্রলয় দিবসের) নমুনা

স্বরূপ হইবে। ... ...

... ...

শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হইবে কিছু আকাশ হইতে এবং কিছু ভূতল হইতে। ... ...

....

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসিগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি। এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে নুহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শান্তি প্রদানে ধীর, অনুতাপ কর, তোমাদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট এবং যে তাঁহাকে ভয় করে না সে জীবিত নহে, মৃত।"

(হকীকাতুল ওহী পৃঃ ২৫৬-২৫৮, ১৯০৬ ইসাব্দ)

আমরা মিয়া আবদুল হামিদের মন্তব্য উদ্ধৃতি করিয়াই আমাদের আলোচনা শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন, "প্রেমময় বিধাতা রুদ্ররূপে আবির্ভূত হন মানুষের কল্যাণ বুদ্ধিকে জাগ্রত করিবার জন্য তাহার অন্তরে অনুতাপের অনল জ্বালাইবার জন্য। সেইভাবে যদি আমরা এই রুদ্র ধ্বংসলীলাকে গ্রহণ করিতে পারি, তবে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।"

আমাদের দেশের মানুষের কল্যাণ বুদ্ধি জাগ্রত হউক, মহান আল্লাহ্ হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর আলোক তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া পাপ, অনাচার বিদূরিত করুন। আমরা সেই দিনের আশা পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম, যেদিন সকল বাঙালী সৎ ও সফল জীবন যাপন করিবে। একমেবাদ্বিতীয়মের বাণী দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অনুরণিত হইবে। এবং নিজের দেশকে জাগ্রত করিয়া নিজের দেশের পাপাচার বিদূরিত করিয়া বিদেশে পাড়ি জমাইবে বিদেশকে জাগ্রত করিতে, পাপাচার বিদূরিত করিতে।

★

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Molla. at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 85035
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

Post

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন :	,, মৌলবী মোহাম্মদ বি. এ.
৩।	মৌজুদা ইছাইয়ত কা তারেফ (উর্দ্দু)	,, মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী
৪।	Jesus live up to the old age of 120	,, মৌলানা জালালউদ্দীন শামছ্‌
৫।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,,

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

For

COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah. at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.